W.B. HUMAN RIGHTS COMMISSION KOLKATA-27 90/WBHRYSMC/17

File No. /WBHRC/Com/2007-08

Date: 01 03.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Dainik Statesman' a Bengali daily dated 02.03.2017, captioned ' মুর্শিদাবাদ মেডিকেলের মর্গ ভাঙচুর, ধৃত ২'

The ADG-Prison, West Bengal is directed to furnish a report after enquiry into the matter by 7<sup>th</sup> April, 2017.

The Superintendent, Murshidabad Medical College & Hospital is directed to furnish a detailed report by 7<sup>th</sup> April, 2017.

Superintendent of Police, Murshidabad is directed to furnish a report indicating steps taken by 7<sup>th</sup> April,2017 enclosing thereto:-

(a)full address and particulars of the deceased;

(b)statement of the family members of the deceased;

(c) copy of Post Mortem Report.

(Justice Girish Chandra Gupta) Chairperson

(Naparajit Mukherjee)

2) guirra

Member

Encl: News Item Dt. 02.03. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper.

7

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ১ মার্চ- বিচারাধীন এক বন্দির অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বুধবার সন্ধ্যায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় মুর্শিনারার মেডিকেল কলেজ বিচারাধীন ওই বন্দির আত্মীয়স্বজনরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বহরমপুর থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের ঘটনায় মৃত বন্দির দুই আত্মীয়কে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পুলিশ।

tó-ার চণ N 4 B Pec ক

র

7

য়

স্থানীয় এবং হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, সাবির শেখ নামে বিচারাধীন ওই বন্দিকে আজ দুপুরে বহরমপুরা কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তার আত্মীয়রা হাসপাতালে দেখতে এলে, তাদের জানানো হয়, সাবির মারা গিয়েছে এবং তার দেহ ময়নতিদন্তের জন্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। এরপর রোগীর আত্মীয়রা সেখানে গিয়ে দেখে, মৃতদেহ মর্গেও নেই। এরপরেই ছড়ায় উত্তেজনা। উত্তেজিত আত্মীয়রা প্রথমে চিৎকার করতে থাকে। পরে তারা মর্গের ঘরে ভাঙচুর চালায়। আসবাবপত্র থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ভাঙচুর করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকে। হাসপাতালে নিযুক্ত নিরাপত্তারক্ষীরা পরিস্থিতি সামলাতে না পেরে বহরমপুর থানায় খবর দেয়। থানা থেকে বিশাল পুলিশ

বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে এবং দু'জনকে গ্রেফতার করে।

হাসপাতালে বাঁড়িয়েই মৃতের আন্বীয় তানবীর হাসান হাসপাতালে। হাসপাতালের মর্গে যথেচ্ছ ভাঙচুর চালায় । বলেন, 'গত চলিশ দিন ধরে বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বিচারাধীন ছিল সাবির। গতকালও জেলে গিয়ে তাকে দেখে এসেছিল তার পরিবারের লোকেরা। তখন সে সুস্থ ছিল। আজ জেলে গেলে, বলা হয়, জেলের ভিতরে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এলে বলা হয়, সে মারা গিয়েছে, তার দেহ মর্গে আছে। মর্গে গেলে দেখা যায়, সেখানে মৃতদেহ নেই এবং কেউ কিছু বলছে না উল্টে সাবিরের বাড়ির লোকেদের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করছে। স্বভাবতই মেজাজ হারায় তার পরিবারের লোকেরা। আমাদের অনুমান, জেলাপুলিশ সারিরকে পিটিয়ে মেরেছে। সেই ঘটনা আড়াল করতে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সাহায্য নিয়েছে তারা। সে কারণেই মৃতদেহের কেউ কোনও সন্ধান নিতে পারেনি। পুরো ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদস্ত হলেও সব জানা যাবে। এ নিয়ে জিজ্ঞাসার জন্য বারবার চেটা করেও ফোনে পাওয়া যায়নি <u>মর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ</u> (**৬**) হাসপাতালের ভাইস প্রিন্সিপাল তথা সুপার ড. সুহিতা পালকে।